পাটের ভাল ফলন ও উন্নত গুনমানের আঁশ পাবার জন্য সহজ প্রশ্নোত্তরে উন্নত পদ্ধতিতে পাট চাষ

ড. সিতাংশু সরকার

■ কি কি প্রকারের পাট আমাদের দেশ চাষ হয়?
মিঠা পাট বা তোষা পাট এবং তিতা পাট। তবে পাট চাষের বেশিরভাগটাই তোষা পাটের দখলে।

■ পাট চাষ করলে পাটের আঁশ এবং পাটকাঠি ছাড়া আর কি কি উপকার পাওয়া যায়?
চারা পাতলা করার সময়, তুলে ফেলা পাট— শাক হিসাবে খাওয়া যায়। পাটের পাতা ছাগল ও গরুর খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। পাট পাতা মাটিতে পড়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়। এক বিঘা পাট খেত থেকে প্রায় ১৪৭২ কিলোগ্রাম অক্সিজেন পাই। সঙ্গে এই পাট খেত প্রায় ২০০৭ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাস থেকে শোষন করে বাতাস পরিশুদ্ধ করে।

■ তোষা পাটের একটি জনপ্রিয় জাতের নাম জে.আর.ও-৫২৪ বা নবীন। যেটি আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর আগে ১৯৭৭ সালে তৈরি করা। এছাড়া সম্প্রতি বের হওয়া আর একটি উন্নত ও অধিক ফলনশীল তোষা পাটের জাতের নাম কি?
জে.আর.ও-২০৪ বা সুরেন, জে.আর.ও-২৪০৭ বা সমাপ্তি, সি.ও- ৫৮ বা সৌরভ, জে.আর.ও-৮৪৩২ বা শক্তি তোষা, জে.আর.ও-১২৮ বা সূর্য্য তোষা, জে.বি.ও-১ বা সুধাংশু, এস-১৯ বা সুবলা।

■ পশ্চিমবঙ্গে তোষা পাট লাগানোর আদর্স সময় কোন মাসের কখন?
চৈত্র মাসের ৭ তারিখ থেকে বৈশাখের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বা ইংরাজি মাস হিসাবে- মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পুরো এপ্রিল মাস অবধি।

■ পাট লাগানোর জন্য পাটের বীজের মান কেন হওয়া উচিত?
সতেজ ও পুষ্ট বীজ পাটের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। তাই সরকার অনুমোদিত এবং পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত বীজ ব্যবসায়ী বা সংস্থার কাছ থেকে নীল লেবেল যুক্ত শংসিত (বা সার্টিফায়েড) পাট বীজ কেনা উচিত।

■ পাটের বীজ লাগানোর আগে কি দিয়ে শোধন করা উচিত এবং তার মাত্রা বা পরিমাণ কি হবে?
পাট বীজ শোধনের জন্য ব্যাভিস্টিন/কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য বা ক্যাপটান ৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য লাগবে।

■ পাটের বীজ ছিটিয়ে না লাগিয়ে, লাইন করে লাগানোর সুপারিশ করা হয়। লাইন করে পাটের বীজ বোনার জন্য কি যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে এবং লাইনে লাগালে এক বিঘা জমির জন্য কতটা পাট বীজ লাগবে?
লাইন করে পাট বীজ লাগানোর জন্য ৪-৬ সারি পাট বীজ পবন যন্ত্রণ বা সিড ড্রিল ব্যবহার করতে হবে। লাইনে পাট বীজ লাগাতে এক বিঘার জন্য মাত্র ৪০০-৫০০ গ্রাম পাট বীজ লাগবে। কিন্তু ছিটিয়ে বুনলে ১ কিলোগ্রাম বীজ প্রয়োজন হতো।

■ পাট বীজ লাইন করে লাগানোর সীড ড্রিল এর দাম কত?
বর্তমানে একটি যন্ত্রের মূল্য ৩৬৫০/- টাকার কাছাকাছি।

■ পাটের জমিতে কি পরিমাণ পাটের চারা থাকলে উন্নত মানের ভালো ফলন পাওয়া যাবে?
প্রতি কাঠায় সাড়ে তিন হাজার বা প্রতি বিঘায় ৮০ হাজার পাটের চারা থাকলে উন্নত গুণমান যুক্ত উচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

■ তোষা পাট চাষে- মাঝারি উর্বর জমির জন্য বিঘাপ্রতি কতটা ইউরিয়া, সুপার ফসফেট ও পটাশ দিতে হবে?
বিঘা প্রতি ৫-৬ কুইন্ট্যাল গোর সার বা জৈব সার ছাড়াও, ইউরিয়া সাড়ে ১৭ কেজি, ৩৩ কেজি সুপার ফসফেট এবং প্রায় ৭ কেজি পটাশ দিতে হবে।

■ পাটের জমিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য কি যন্ত্র এবং কি কি আগাছানাশক ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়?
ক্রিজাফ নেল উইডার যন্ত্র দিয়ে সহজেই পাটের আগাছা নিয়ন্ত্রণে রোখা যায়। তা ছাড়া বীজ বোনার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিউটাক্লোর ৩-৪ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বা চারা বের হবার ২-৩ সপ্তাহ পরে কুইজালোফপ ইথাইল ২-৩ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করেও পাটের আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

■ ক্রিজাফ নেল উইডার যন্ত্র এর দাম কত?
বর্তমানে একটি যন্ত্রের মূল্য ১৭০০/- টাকা।

■ পাটের কয়েকটি প্রধান প্রধান কীট শত্রুর নাম কি কি?
হলুদ মাকড়, বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি। সম্প্রতি দেখা গেছে, দইয়ে পোকার দ্বারাও পাট গাছ আক্রান্ত হচ্ছে।

■ পাটের হলুদ মাকড় কীভাবে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
মাঝারি থেকে বেশি আক্রমণ হলে, মাকড় নাশক যেমন- ফেনাজাকুইন দেড় মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

■ পাটের কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগের নাম কি?
কান্ড পচা/গোড়া পচা, নরম পচা, ভাইরাস ঘটিত মোজেইক রোগ, হুগলী উইল্ট (ঢলে পড়া) রোগ ইত্যাদি।

■ পাটের কান্ড পচা/গোড়া পচা রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি করা দরকার?
এই রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমেই ব্যাভিস্টিন/ কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। তা ছাড়াও ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে বা ব্যাভিস্টিন/কার্বোজিম ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে পাট গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

■ পাট কাটার সঠিক সময় কত দিনে? পাট পচানোর জীবাণু পাউডার ভিত্তিক উন্নত পদ্ধতিতে কি ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়?
সঠিক গুণমান এবং উচ্চ ফলন পাবার জন্য, পাট ১১০ দিন থেকে ১২০ দিন বয়সের মধ্যে কাটা উচিত। পাট পচানোর জীবাণু ভিত্তিক উন্নত পদ্ধতিতে 'ক্রাইজাফ সোন' ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।

■ ক্রাইজাফ সোনা দিয়ে পাট পচালে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়?
পাটের পচন কাল (প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায়) ৬-৮ দিন কম লাগে, পাটের আঁশের রং উজ্জ্বল সোনালী রংয়ের হয়, পাটের ওজন বেশি হয় (বিঘায় প্রায় ৪০-৫০ কেজি), পাটের গ্রেড বা গুণমান ১-২ ধাপ উন্নত হয় এবং বাজারে বেশি দাম পাওয়া যায়।

■ আগে তোষা পাটের ৮টি গ্রেড চালু ছিলো— যেমন, টিডি-১ থেকে টিডি-৮। বর্তমানে পাটের আঁশের ক'টি স্বীকৃত গ্রেড আছে এবং গ্রেডগুলির নাম কি কি?
বর্তমানে পাটের ৫টি গ্রেড আছে। গ্রেডগুলি হলো- টিডিএন-১ থেকে টিডিএন-৫।

■ আগামী বছরে (২০১৬-১৭) মাঝারি গ্রেডের (অর্থাৎ টিডিএন-৩) পাটের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এম.এস.পি) কত ধার্য্য করা হয়েছে?
আগামী বছরের জন্য মাঝারি গ্রেডের (অর্থাৎ টিডিএন-৩) পাটের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ঠিক করা হয়েছে ৩২০০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল বা প্রতি মন ১২৮০ টাকা।

প্রধান বিজ্ঞানী, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ, কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা, বারাকপুর

জানেন কি ???

১) ফুচকার জন্য কোন আলু উপযুক্ত ও কেন?
২) কেঁচো সার তৈরির জন্য যে পিট বা গর্ত তৈরি হয় তাতে কোন কোন জিনিসগুলি ব্যবহার করা উচিত হয়?
৩) 'উপোডাকি' কোন সবজি?
৪) পুষ্টির জন্য প্রত্যেকের কতটা সবজি খাওয়া জরুরি?
৫) কোন পাখি ২০টি বিভিন্ন পাখির স্বর নকল করতে পারে?
৬) ডিম পাড়া বা বংশবিস্তারের জন্য ইলিশ মাছ কত দূর পথ পাড়ি দিতে পারে?

জেনে নিন

১) ফুচকার জন্য 'জ্যোতি' জাতের আলু ব্যবহৃত হয়। কারণ এই আলু সিদ্ধ হলে সম্পূর্ণ গলে যায় না বা আঠালো হয় না।

২) 'ভার্মিকম্পোট পিট' বা কেঁচো সারের গর্তে ব্যবহার করা উচিত নয়— পেঁয়াজের খোসা, শুকনো পাতা, লঙ্কা, মশলা এবং অম্লসৃষ্টিকারী বর্জ্য যেমন— টমেটো, তেঁতুল, লেবু, কাঁচা বা রান্না করা মাছ মাংসের অবশিষ্ঠাংশ।

৩) পুঁই শাক। 'উপোডাকি' হল সংস্কৃত নাম।

৪) পুষ্টির জন্য প্রত্যেকের ২৮০-৩০০ গ্রাম সবজি খাওয়া একান্ত দরকার।

৫) অস্ট্রেলিয়ার এক পরিচিত পাখি যার নাম 'লাইরি'।

৬) প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ১২০০ কিমি। পথ পাড়ি দিতে পারে।

হাইব্রীড লাউ বীজ
দেব ৬১২
দেবগিরি বীজ
অগ্রগতির পথে – কৃষকের সাথে

শাখা প্রশাখাযুক্ত লতানো, উচ্চফলনশীল জাত। মাচায় অথবা মাটিতে চাষের উপযোগী। ৫০-৫৫ দিনে ফল তোলা যায়। ফলের গড় ওজন ২.৫ - ৩ কেজি। ঘন সবুজ রং এর উপর ছাপযুক্ত সমআকারের লম্বা বেলুন আকৃতির ফল, দ্রুতবৃদ্ধিশীল জাত। প্রাক খারিফ, খারিফ এবং রবি মরশুমে চাষযোগ্য জাত। একর প্রতি বীজের পরিমান ৫০০-৬০০ গ্রাম।